জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫: নাগরিক সমাজের মতামত

ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত দারিদ্রদের উপর কষাঘাত

কর বৃদ্ধি নয় বরং দূর্নীতি বন্ধ ও অর্থ পাচার রোধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

সংবাদ সম্মেলন

২৮ জুন, ২০২৪

equitybd

www.equitybd.net

১. বাজেটে প্রত্যাশা.. .. ..

- ঋণ নির্ভরশীলতা কমানো
- কর ন্যায্যতা ও ধনী ও গরীবের আয় বৈষম্য কমানো
- ব্যাংকব্যবস্থার সুশাসন
- দূর্নীতি বন্ধ ও অর্থপাচার রোধ
- অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা রোধ

২. এক নজরে বাজেট, রাজস্ব আদায়, ঘাটতি ও অর্থায়ন

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তবিত বাজেট ৭,৯৭,০০০ কোটি টাকা
- চলতি ২০২৩-২৪ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১২% বেশি।
- রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষমাত্রা : ৫,৪১,০০০ কোটি টাকা ..
  - এর মধ্যে NBR-এর ৪,৮০,০০০ কোটি টাকা
  - চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৮%।
- উন্নয়ন ব্যয়: ২,৮১,৪৫৩ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৫%)
- মোট ঘাটতি বাজেট ২,৫৬,০০০ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৪.৬%।

… … ২. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায়, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

- ঘাটতি মোকাবেলা জন্য ১,৫৭,০০০ কোটি টাকা আসবে ব্যাংক সহ আভ্যন্তরিন খাত থেকে।
- বাকি ১ লাখ কোটি টাকা নেওয়া হবে বিদেশি ঋণ হিসেবে।
- ডিসেম্বর'২৩ মাস শেষে মোট ঋণের পরিমাণ ১৬,৫৯,৩৩৪ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে আভ্যন্তরিন ঋণ ৯,৫৩,৮১৪ কোটি টাকা এবং বিদেশি ঋণ ৭,০৫,৫২০ কোটি টাকা।
- মাথাপিছু ঋণ ১.১৮ লক্ষ টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১২,৭৭৫ টাকা বেশি।
- নতুন বছরে সুদ পরিশোধ : ১,১৩,৫০০ কোটি টাকা যা ৩ টি পদ্মা সেতু নির্মান ব্যয়ের প্রায় সমান এবং NBR রাজস্ব লক্ষমাত্রার ২৪%।
- গত ০৫ বছরে আভ্যন্তরিন ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে। গত ১০ বছরে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ১০৮%।

৩. বাাজেট বাস্তবায়নে সরকারের কঠিন চেলেঞ্জে সমূহঃ

- প্রতিবছর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়না এবং প্রতিবারই লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা হয়।
- ফি-বছর পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারের উচিত সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা।
- সরকারকে বর্তমানে কঠিন চেলেঞ্জের মধ্যে যেতে হচ্ছে যা .. .. ..

১. দ্যব্য মূল্যের চরম মূলস্ফিতি,

২. বৈদেশিক রিজার্ভ কমে বর্তমানে ১৯.২০ বিলিয়ন ডলার। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যাওয়া .. ..

- ২০২৩ শেষে ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে একটু বেশি এবং ২০২২ সালে তা ছিল ৩.৫ বিলিয়ন ডলার

৪. মেগা প্রকল্পের বিদেশি ঋন পরিশোধ।

- নতুন বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে যা চলতি বছরের চেয়ে ৪৯% বেশি।

৫. রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারা,

৬. অর্থপাচার ও দূর্নীতি বৃদ্ধি,

৭. আর্থিক খাতের বিশৃঙ্খলা,

৮. ডলার সংকট ও এর মূল্য বৃদ্ধির চাপ, বিদেশি কোম্পনীর ৫০০ কোটি ডলার আটকা, ইত্যাদি।

৪. ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত যা দরিদ্রকে আরোও দরিদ্র করছে

- বাজেটের রাজস্বনীতিতে IMF পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কারন,
- IMF ৩০টি শর্তে সরকারকে ৪.৫ বিলিয়ন ঋণ দিতে রাজি হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে ... ...

  ১. বিদ্যুৎ, জ্বলানি তেল ও গ্যাসের ভর্তুকি কমানো এবং মূল্য বৃদ্ধি করা,

  ২. করের হার ও এর আওতা বাড়ানো বিশেষ করে VAT বা পরোক্ষ করের হার ও আওতা বাড়ানো,

  ৩. ব্যক্তি কর বৃদ্ধি (২৫% হতে ৩০% করা),

  ৪. কর্পোরেট কর কমানো (২২% হতে ২০% করা),

  ৫. আমদানি শুল্ক কমানো,

  ৬. ব্যংক সুদের লক প্রথা তুলে দেয়া (সিঙ্গেল থেকে ডাবল ডিজিটে চড়া সুদে ঋন দান), ইত্যাদি।

- আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রবাহ কমে গেছে, দ্রব্যের মূল্য স্ফিতি ঘটছে।
- জনগণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত /নিম্ন মধ্যবিত্ত/গরীরের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়ানো হচ্ছে যা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে উঠছে।
- IMF অর্থপাচার, দূর্নীতি, সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানের জন্য কোন কথা বলছেনা।

.. .. ৪. ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত যা দরিদ্রকে আরোও দরিদ্র করছে

- ভর্তুকির টাকা জনগনের কল্যানে ব্যয় না করে কর্পোরেট/বিশেষ ব্যবসায়ি শ্রেনীর কল্যানে ব্যয়।
- ২০২৪-২৫ বছরের ভর্তুকি বাবদ ১,০৮,২৪০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে যা চলতি অর্থ বছরে ১,০৬,৮৯৭ কোটি টাকা।
- আইএমএফ-এর মরামর্শে বিদ্যুতের দাম বছরে ৪ বার বাড়ানোর চিন্তা করছে।
- ভর্তুকির ৩৭% বা ৪০,০০০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বিদ্যুত খাতে যার প্রায় ৮১% যাবে ক্যাপাসিটি চার্জ ব্যয়ের জন্য।
- ২০২২-২৩ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ দেয়া হয় ২৮,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৫,৬০০ কোটি টাকা যা ৫ বছররে ৫গুন বা ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দু:খজনক!! ক্যাপাসিটি চার্জের টাকা আমাদের ট্যাক্সের টাকাতে দেওয়া হবে। এ কেমন বিচার!

.. .. ৪. ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত যা দরিদ্রকে আরোও দরিদ্র করছে

- কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে এবং কর ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- অর্থাৎ সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবন্টকারীর ভূমিকা নিতে হবে।
- সেক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশী কর আদায় করে এর অর্থ সাধারন ও গরীব জনগনের কল্যানে ব্যায় করতে হবে।
- বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৫. কালো টাকা সাদা করার রাজনৈতিক অর্থনীতি

- বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি।
- অপ্রদর্শিত অর্থনৈতি মোকাবেলার ফলপ্রসু কোন উদ্যোগ না নিয়ে বরং সরকার প্রতি বছরের ন্যয় নতুন বছরে ১৫% কর দিয়ে সকল অনৈতিক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদেরকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে।
- এটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ফলে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আরও বিস্তার ঘটবে।
- এতে করে প্রকৃত কর প্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছে।
- মাত্র ১৫% কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার বিপরীতে সৎ করদাতাদের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ কর দেয়ার বিধান বৈষম্য মূলক এবং অসাংবিধানিক।

.. .. .. ৫. কালো টাকা সাদা করার রাজনৈতিক অর্থনীতি

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।
- এর গড় হার (৫০%) বিবেচনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির (জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং যা উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় সাড়ে তিন গুন।
- কালো অর্থনৈতিক কার্যাবলীসমুহকে উম্মোচন করা হলে, যেমন
  - জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে,
  - দেশী-বিদেশী ঋণ গ্রহনের প্রবনতা কমবে,
  - প্রত্যক্ষ কর আদায় হার বৃদ্ধি পাবে এবং পরোক্ষ কর (ভ্যাট) হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- সরকারের ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে।

৬. অর্থ পাচার রোধ আমরা কতটুকু বন্ধ করতে পেরেছি ?

- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে গত ৫০ বছরে কালোটাকার পরিমাণ ১ কোটি ৩২ লাখ কোটি টাকা।
- আর পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা।
- কালোটাকার মাত্র ০. ৯৮% এবং পাচার হওয়া অর্থের ০.৪৯% উদ্ধার করা যায়, তবে … …
  - সরকারের আয় হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা।
- GF রিপোর্ট : আন্তর্জাতিক বানিজ্যের আড়ালে প্রতি বছর গড়ে ৬৪,০০০ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে।
- ২০১৬-২০২০, ৫বছরে ৩,২০,০০০ কোটি টাকা পাচার। শুধু ২০১৫ সালেই পাচার ৯৮,০০০ কোটি টাকা
- পাচারকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ায় পাচারকারী দেশ হিসেবে ২য় স্থানে বাংলাদেশ।

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BIFU) এর মতে,

- আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে।

- অর্থ পাচার রোধে নীতিমালা থাকলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে অর্থ পাচার রোধ সম্ভব হচ্ছে না।

৭. ট্যাক্স- ভ্যাটের চাপ বাড়ছে

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে VAT ছিল মোট রাজস্বের ৩৮% যা নতুন অর্থবছরে হতে পারে ৫০% ওপরে।
- IMF এবার সব ভ্যাট ১৫% করে দিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছে এবং সরকার সে পথেই এগুচ্ছে।
- VAT সব সময় গরীব ও সাধারণ মানুষের ওপরে পড়ে। এই মূল্যস্ফীতির যুগে তা আরও বোঝা হবে।
- যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাজার কোটি টাকা Tax ফাকি দিচ্ছে, তাদের না ধরে রাজস্ব আদায়ের সহজ হাতিয়ার হিসেবে VAT-এর হার ও আওতা বাড়ানো হচ্ছে। তদ্রুপ .. ..
- Tax আয় বাড়াতে অগ্রিম আয়করের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। ফলে যারা Tax দেন, তাঁদের চাপ পড়বে।
- এই অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের বেশির ভাগ ভাতায় আয়করমুক্ত থাকলেও বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য তা ছিল ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- তাই আমাদের দাবি করের নিম্ন সীমা ৫ লাখ এবং আগের ভাতা এবং রেয়াত সুবিধা বজায় রাখা।
- দ্বৈত আইন বাতিল করে বেসরকারি ও সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য একই সুবিধা দেওয়া হোক। এক দেশে দুই আইন থাকতে পারে না।

৮. ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে

- ব্যাংকগুলোর অনিয়ম ও জালিয়াতি দিন দিন বেড়েই চলছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক : গত ৩ মাসে (জানু-মার্চ'২৪) খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬,৬৬২ কোটি টাকা।
- এবং মার্চে'২৪ শেষে তা বেড়ে ১,৮২,২৯৫ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত মোট ঋণের ১১.১১%
- গত ২০১৫ সালে খেলাপী ঋন ছিল ৫০,১৫৫ কোটি টাকা .. ..
    - সে হিসেবে মার্চ'২৪ শেষে খেলাপী ঋন বেড়েছে প্রায় ৪ গুন বা ২৬২%।
- তার মধ্যে শুধুমাত্র গত ১ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংকে (সোনালী, রুপালী, অগ্রনী, জনতা, বেসিক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) খেলাপী ঋন বেড়েছে ৮৫,৮৬৯ কোটি টাকা (৪২%)।
- এর মধ্যে শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপীর কাছে ব্যাংকগুলোর পাওনা ৩৫,০০০ কোটি টাকা।
- শুধু সরকারি ব্যাংক গুলো থেকে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা লুট।

.. .. ৮. ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে

- প্রতিবছর খেলাপী ঋনের এই দুর্নাম ঘোচাতে ঋনের অবলোপন করা হয়।
- গত ২০ বছরে (২০০৩-২০২৩ পর্যন্ত) ৬৭,৪৪০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে
  - ফলে অবলোপন বেড়েছে ১৮ গুণের বেশি।
- ফলে ব্যাংগুলোতে যেমন তারল্য সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি ঋণ প্রবাহ ব্যহত হচ্ছে।
- ফলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
- এই ঋন ও লুটপাতের পেছনে বেশির ভাগই রাঘোব-বোয়ালদের হাত।
- তারা ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আতাত করে ঋণ গুলো অবলোপন করছে এবং টাকা গুলো বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে।

.. .. ৮. ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে

- সরকার দূর্বল ব্যাংগুলো একিভুতকরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে, যার মধ্যে রেড জোনে আছে ১০টি ব্যাংক।
- আমরা মনে করি ঋণ খেলাপিদের সুযোগ করে দিতেই এই একিভুতকরনের ব্যবস্থা।
- দুর্বল ব্যাংকগুলোর দুর্বল হওয়ার পেছনে শুধু সুশাসনের অভাব আর আইন প্রয়োগের অবহেলাই এর জন্য দায়ী।
- সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এসব ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকে পরিণত করা হয়েছে।

৯. আমাদের প্রস্তাবনা

- ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো যাতে প্রকৃত আয় গোপন করতে না পারে তার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করতে হবে এবং পূর্বের অডিট আপত্তির বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

.. .. ৯. আমাদের প্রস্তাবনা

- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বিদেশীদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য "Public Expenditure Review Commission" করতে হবে এবং সে অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে,যাতে ঘাটতি সমন্বয় করা যায়।
- প্রত্যক্ষ কর ফাকি রোধে NBR-কে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে যাতে করে পরোক্ষ কর তথা VAT-এর উপর নির্ভরশীলতা কমে।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের এই সংক্রান্ত আইন অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

-- ধন্যবাদ --

ইক্যুইটিবিডি